যুগান্তর

তারিখ ... 25 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ .....

ঢাবিতে ৬৬৫৫ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাবেন

অনলাইনে আবেদন শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

চলতি শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ১ম বর্ষে ভর্তির জন্য অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত জিপিএ অনুযায়ী সাড়ে চার লাখের বেশি শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন করতে পারবেন। এদের মধ্যে ভর্তির

সুযোগ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

ঢাবিতে ভর্তি পরীক্ষার সুযোগ একবারই : পৃষ্ঠা ২০

সুযোগ : শিক্ষার্থী ভর্তির

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুযোগ পাবেন ছয় হাজার ৬৫৫ শিক্ষার্থী। কয়েকটি নতুন বিভাগ চালু হওয়ায় এ বছর ৭৩টি আসন বেড়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিস সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিসে অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। তিনি বলেন, ২৪ আগস্ট সোমবার থেকে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইন্সটিটিউটের পরিচালক, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় ভর্তি অফিস সূত্রে জানা যায়, চলতি বছর ১০টি বোর্ডে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় ১০ লাখ ৬১ হাজার ৬১৪ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭ লাখ ৩৮ হাজার ৮৭২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। এদের মধ্যে মোট পাঁচটি ইউনিটে ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৯৬৯ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। সেই হিসাবে বাদ পড়বেন ২ লাখ ৮৪ হাজার ১৩১ জন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত জিপিএ না থাকায় তারা বাদ পড়ছেন বলে জানিয়েছেন অনলাইন ভর্তি আবেদন সংশ্লিষ্টরা।

এর মধ্যে 'ক' ইউনিটের অধিভুক্ত বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ফার্মেসিসহ মোট ৯টি সংশ্লিষ্ট অনুষদ ও ইন্সটিটিউটে ১ হাজার ৬৬০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করতে পারবেন ৯৭ হাজার ৬৪৩ জন। বিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ইউনিটটিতে আবেদন করতে পারবেন। এতে প্রতি আসনের বিপরীতে যোগ্য প্রার্থী সংখ্যা হবে ৫৯ জন। যাদের ন্যূনতম যোগ্যতা হবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত জিপিএ'র যোগফল আট।

'খ' ইউনিটের অধিভুক্ত কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদসহ সংশ্লিষ্ট অনুষদ ও ইন্সটিটিউটে ২ হাজার ২৫০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করতে পারবেন ১ লাখ ৪৯ হাজার ৬৭৩ জন। মানবিক বিভাগ থেকে এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ইউনিটটিতে আবেদন করতে পারবেন। এতে প্রতি আসনের বিপরীতে যোগ্য প্রার্থী সংখ্যা হবে ৬৭ জন। আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা হবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত জিপিএ'র যোগফল সাত।

'গ' ইউনিটের অধিভুক্ত বিজনেস স্টাডিজ অনুষর্দে ১ হাজার ১৭০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করতে পারবেন ৯৬ হাজার ৬২৯ জন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থেকে এইচএসসিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ইউনিটটিতে আবেদনের সুযোগ পাবেন। এতে প্রতি আসনের বিপরীতে যোগ্য প্রার্থী সংখ্যা হবে ৮৩ জন। ভর্তিচ্ছুদের ন্যূনতম যোগ্যতা হবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত জিপিএ'র যোগফল সাড়ে সাত।

'ঘ' ইউনিটে (বদলি ইউনিট) বিজ্ঞান, মানবিক ব্যবসায় শিক্ষা বা সমতুল্য শাখার শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এতে ১ হাজার ৪৪০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করতে পারবেন ২ লাখ ৫৪ হাজার ৮৪৮ জন। এতে প্রতি আসনের বিপরীতে যোগ্য প্রার্থী সংখ্যা হবে ১৭৮ জন। যাদের যোগ্যতা হবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত জিপিএ ছয়ের যোগফল বিজ্ঞান শাখার জন্য আট, মানবিক শাখার জন্য সাত এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য সাড়ে সাত।

'চ' ইউনিটের অধিভুক্ত চারুকলা অনুষদে ১৩৫টি আসনের বিপরীতে আবেদনের সুযোগ পাবেন ৪ লাখ ৪৮ হাজার ৩৯৩ জন এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী। এতে প্রতি আসনের বিপরীতে যোগ্য প্রার্থী সংখ্যা হবে ৩ হাজার ৩২১ জন। যাদের যোগ্যতা হবে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় (৪র্থ বিষয়সহ) প্রাপ্ত জিপিএ'র যোগফল ন্যূনতম সাড়ে ৬।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট চারটি ইউনিটে সর্বমোট ৬ হাজার ৬৫৫টি আসন আছে। গতবছর এ সংখ্যা ছিল ৬হাজার ৫৮২টি। এবার প্রতি আসনের বিপরীতে গড়ে যোগ্য প্রার্থী সংখ্যা হবে ৬৮ জন।'ভর্তি প্রক্রিয়া উদ্বোধন শেষে ভিসি বলেন, এ বছর ছাত্রছাত্রীদের আবেদনের যোগ্যতা অনেকটাই শিথিল করা হয়েছে। কিছু নতুন বিভাগ চালু হওয়ায় আসনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে কমিউনিকেশন, ডিজঅর্ডার বিভাগ, বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে মেকাট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউটে ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং বিষয়েও ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। এ তিনটি বিভাগে মোট শতাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক।

উল্লেখ্য, খ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৯ অক্টোবর শুক্রবার, গ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ১৬ অক্টোবর শুক্রবার, ক-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৩০ অক্টোবর শুক্রবার, ঘ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৬ নভেম্বর শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। চ-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দু'দিন অনুষ্ঠিত হবে। চ-ইউনিটের সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা ১০ অক্টোবর শনিবার এবং অংকন পরীক্ষা ১৭ অক্টোবর শনিবার অনুষ্ঠিত হবে। ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ও অনলাইন সার্ভিস চার্জসহ ভর্তি পরীক্ষার ফি ৩৫০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। টাকা জমা দেয়ার শেষ তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর। প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে ১৭ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টা থেকে পরীক্ষার দিন সকাল ৯টা পর্যন্ত। বিস্তারিত তথ্য জানতে ভর্তির ওয়েবসাইটে (http://admission.eis.du.ac.bd) এ ভিজিট করতে পরামর্শ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

অনলাইন ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. হাসিবুর রশীদ সোমবার সন্ধ্যায় যুগান্তরকে জানিয়েছেন, প্রথম দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত দশ হাজারের মতো আবেদন জমা পড়েছে।